পবিত্র রমজানে খাদ্যদ্রব্যে নিরাপদতার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে

গণবিজ্ঞপ্তি

১। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ইফতার সামগ্রী তৈরী ও পরিবেশন করলে অনুজীব ঘটিত রোগ-বালাই হতে পারে। ইহা নিরসনে ইফতার সামগ্রী তৈরী ও বিক্রয়ের জন্য নিয়োজিত খাদ্যকর্মীগণকে স্বাস্থ্যবিধান (সংক্রামক রোগমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন, অ্যাপ্রন, মাথায় চুল ঢাকার ক্যাপ ও হ্যান্ড গ্লোবস পরিধান) মেনে চলতে হবে এবং খাদ্য স্থাপনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২। খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ উন্মুক্ত রাখলে তা ধুলা-বালি, পোকামাকড় বা মাছির মাধ্যমে নানা ধরনের রোগ জীবাণু দ্বারা অনিরাপদ হতে পারে, সুতরাং সকল প্রকার খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ঢেকে রাখুন।

৩। যে কোন ধরনের শরবত বা পানীয় তৈরীতে অনিরাপদ পানি, অননুমোদিত সুগন্ধি বা রঞ্জক পদার্থ কিংবা অনিরাপদ পানি দিয়ে তৈরী বরফ ব্যবহার করলে অনুজীব ও রাসায়নিক দূষকের কারণে ঐ শরবত বা পানীয় অনিরাপদ হয়। অতএব, শরবত বা পানীয় তৈরিতে শুধুমাত্র নিরাপদ পানি ও নিরাপদ পানিতে তৈরি বরফ ব্যবহার করুন। খাদ্যদ্রব্যে সুগন্ধি বা রঞ্জক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রণীত 'খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭' অনুসরণ করুন।

৪। ইফতার সামগ্রী যথা পেঁয়াজু, চপ, বেগুনি, জিলাপি, বুন্দিয়া, ইত্যাদি তৈরিতে অননুমোদিত রঞ্জক, সুগন্ধি বা অন্যান্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার করলে মানবদেহে রাসায়নিক দূষকজনিত বিষক্রিয়া হতে পারে। এই প্রেক্ষিতে সুগন্ধি বা রঞ্জক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রণীত 'খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭' অনুসরণ করুন।

৫। পোড়া বা ভেজাল মিশ্রিত তেল দিয়ে ইফতার সামগ্রী ভাঁজলে বা খাদ্যদ্রব্য রান্না করলে তাহা অনিরাপদ হতে পারে। বিশুদ্ধ বা ভেজালমুক্ত তেল ব্যবহার করুন এবং একই তেল বার বার ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

৬। ফল, শাকসবজি বা সালাদ জাতীয় খাবার আকর্ষণীয় করার জন্য অননুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য যথা কৃত্রিম রঞ্জক ব্যবহার করলে মানবস্বাস্থ্য মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। এ সকল খাদ্যদ্রব্য আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার অননুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য বা রঞ্জক ব্যবহার করবেন না।

৭। অপরিপক্ক ফল পাকানোর জন্য অননুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করলে ফলের গুনগত মান নষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকির আশংকা থাকে। ফলমূল পরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করুন এবং অপরিপক্ক ফল পাকানোর জন্য কোন প্রকার অননুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করবেন না।

৮। বাসি বা পচা ইফতার সামগ্রী ব্যবহার বা বিক্রি করলে অণুজীব ঘটিত বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। বাসি বা পচা খাদ্যোপকরণ দিয়ে খাবার বা ইফতার সামগ্রী তৈরি করা থেকে বিরত থাকুন।

৯। খাদ্যদ্রব্য প্যাকেটকরণে বা মোড়াতে খবরের কাগজ বা ব্যবহৃত কাগজের তৈরি ঠোঙ্গা ব্যবহার করবেন না। কেননা খবরের কাগজে বা ব্যবহৃত কাগজে যে কালি থাকে তাতে রঞ্জক ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য থাকতে পারে।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যথাযথভাবে অনুসরণ করে নিরাপদ ও সুস্থ থাকুন

অনিরাপদ খাদ্যকে 'না' বলুন

নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্যকলাপ শাস্তিযোগ্য অপরাধ

- নিরাপদ খ্যাদ্য আইন, ২০১৩-এর আওতায় ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।
- এছাড়াও অন্যান্য বিশেষ আইনে উচ্চতর দণ্ডযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

প্রবাসি কল্যাণ ভবন (১৩ তলা), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৫৫১৩৮০০০, ফ্যাক্স: ৫৫১৩৮৬০২, ওয়েব ঃ www.bfsa.gov.bd